তারিখ ... ২৩।১১।৭৯ ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

দৈনিক বাংলা

041

জনমত

ষাটজন সিভিল ডিপ্লোমা কোর্সের ছাত্র

আমরা ঐতিহ্যবাহী কুমিল্লা শহরে অবস্থিত কুমিল্লা জেলা পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত কুমিল্লা শহীদ শামসুল হক কারিগরী মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ। আমরা আমাদের এ প্রতিষ্ঠানে ৩য় বর্ষ সিভিল ডিপ্লোমা কোর্স চালু করার দাবীতে দীর্ঘ ৬/৭ মাস কর্তৃপক্ষের সাথে দেন-দরবার করি। আমাদের এ দেন-দরবার ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলশ্রুতি রূপে আমাদের দাবী স্বীকৃতি লাভ করে এবং ৭-৬-৭৯ ইং তারিখে মাননীয় জেলা প্রশাসক কুমিল্লা শহরের বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের উপস্থিতিতে এ প্রতিষ্ঠানে ৩য় বর্ষ সিভিল ডিপ্লোমা কোর্সের উদ্বোধন করেন। সেই থেকে এ কোর্সে ৬০ জন ছাত্র ভর্তি হয়ে নিয়মিত লেখাপড়া করে আসছে। তাদের তৃতীয় বর্ষের প্রথম পর্ব ফাইনাল পরীক্ষা ২৬-১১-৭৯ ইং তারিখ থেকে আরম্ভ হতে যাচ্ছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পরীক্ষা নেয়ার ব্যাপারে কারিগরী শিক্ষা বোর্ড কোন রূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন না। আমাদের এ প্রতিষ্ঠানটির মতো আরেকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাজশাহীতে রয়েছে। সে প্রতিষ্ঠান রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট থেকে দেড় মাইল দূরে অবস্থিত। পক্ষান্তরে আমাদের প্রতিষ্ঠান থেকে কুমিল্লা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ৬ মাইল দূরে অবস্থিত। কিন্তু দেড় মাইল দূরের রাজশাহীর উক্ত প্রতিষ্ঠানে যেখানে কারিগরী বোর্ড সিভিল ডিপ্লোমা কোর্সের অনুমোদন দিতে পারে সেখানে ৬ মাইল দূরে অবস্থিত হওয়া সত্বেও আমাদের এ প্রতিষ্ঠানে কেন এ কোর্সের অনুমোদন দেয়া হচ্ছে না তা আমরা বুঝতে অক্ষম। সে যাই হোক, আমরা আশা করবো, আমাদের প্রতিষ্ঠানের তৃতীয় বর্ষের ৬০ জন ছাত্র যাতে পরীক্ষা দিতে পারে তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষ আশু গ্রহণ করবেন।

—ইউসুফ চৌধুরী, আবুল বাশার, নুরুন্নবী মজুমদার ও অন্যান্য ছাত্রবৃন্দ।

চিরাপাড় খালের মুখে লঞ্চ স্টপেজ চাই

সাবিদপুর, চিরাপাড়, বিজয়নগর, নীলাতি ইত্যাদি গ্রামগুলোর পাশ ঘেঁষে এঁকে বেঁকে চলে গেছে কচা নদী। প্রতিদিন এই নদীর উপর দিয়ে অসংখ্য লঞ্চ চলাচল করে। দেশের দূর-দূরান্তে যাওয়া আসা করে এসব লঞ্চ। এবং এসবের প্রত্যেহিক যাত্রী থাকে শহর, বন্দর, গ্রামের অসংখ্য জনসাধারণ, কিন্তু যারা সাবিদপুর, চিরাপাড়া, বিজয়নগর, শিয়ালকাঠী, পত্তাশিরিয়া, পাশাশিয়া, নীলাতি ইত্যাদি গ্রাম থেকে আসে তাদের বহু কষ্ট করে ঐ লঞ্চগুলোতে উঠতে হয়। এসব গ্রামের লোকদের বরিশাল কিংবা অন্য কোন স্থানে যেতে হলে দীর্ঘ ৭ মাইল নদী পথ অতিক্রম করে তাদের হুলারহাট স্টেশনে আসতে হয়। এ নদী পথে একমাত্র বাহন নৌকা। কেউ যদি কাউখালী থেকে লঞ্চে উঠতে চান তবে তাকে ৫/৬ মাইল পথ হেঁটে অর্ধ মাইলের নৈকাঠী নদী অতিক্রম করতে হয় নৌকায়। এক কথায় এইসব গ্রামের লঞ্চ যাত্রীদের অবর্ণনীয় দুর্ভোগ পোহাতে হয়। যদি এ এলাকার মধ্যবর্তী গ্রাম চিরাপাড়া স্কুলের সামনে একটি স্টপেজ থাকতো তা হলে এ দুর্ভোগ থেকে তারা রক্ষা পেতো। অন্ততঃপক্ষে একতলা লঞ্চগুলি যেগুলি হুলারহাট-স্বরূপকাঠী, হুলারহাট-ঝালকাঠী, হুলারহাট-বানারীপাড়া পথে চলাচল করে সেগুলি যদি চিরাপাড়া খালের মুখে থামে তাহলে এসব গ্রামের যাত্রীরা কাউখালী অথবা হুলারহাটে নেমে বেশ স্বচ্ছন্দের সাথেই ঢাকা বরিশাল যেতে পারে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং চিরাপাড়া খালের মুখে অবিলম্বে একটি লঞ্চ স্টপেজ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্যে আকুল আবেদন জানাচ্ছি।

মোঃ লিয়াকত হোসেন (খোকন)
পিরোজপুর, বরিশাল।